দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 28 NOV 2017
পৃষ্ঠা: ৮ কলাম: ২

শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু কলা বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে

সরকার নিয়ম করেছে যে, জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু কলা, কর্ম ও জীবন মুখি শিক্ষা—এই তিনটি বিষয়ের মূল্যায়নের জন্য বোর্ডে কোনো পরীক্ষা হবে না। শিক্ষার্থীর স্কুলেই এসব বিষয়ের পরীক্ষা হবে। নম্বর স্কুল থেকে বোর্ডে পাঠানো হবে। বোর্ডের দেওয়া মূল নম্বর ফর্দে তা উল্লেখ থাকবে। তবে সেটা গ্রেডিংয়ে কোনো প্রভাব ফেলবে না। বিশেষ দক্ষতা হিসেবে সেসব বিষয়ের নম্বর উল্লেখ থাকবে। অধিকাংশ স্কুলে এসব বিষয় পড়ানোই হয় না, রুটিনে অন্য ক্লাস দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার কি এসব বিষয়ে বিদ্যালয়ে না পড়াতে নির্দেশ দিয়েছে? স্কুল তার শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবে এটাই স্বাভাবিক। সব বিষয়ে করতে পারলে ভালো হতো। অনেক দেশেই স্কুলের কৃতিত্বভিত্তিক শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হয়। আমাদের দেশে SBA চালু করা হয়েছিল। কিন্তু সেটার যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। আর যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে, একজন শিক্ষার্থীর জীবনের জন্য সেগুলো মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। তাহলে সেসব পড়ানো হবে না কেন? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি শুধুই সর্বোচ্চ গ্রেড পাওয়া? শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারু কলা এবং জীবন ও কর্ম মুখি শিক্ষা শিক্ষার্থীর শারীরিক বিকাশ, মননশীলতার বিকাশ, সৃজনশীলতার বিকাশ এবং কর্মশীল দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য অতীব জরুরি। স্কুলে এসব বিষয় পড়ানো উচিত।

মুহাম্মদ মাসুম খান
সহ-প্রধানশিক্ষক, ডগাইর রুস্তম আলী উচ্চ বিদ্যালয়,
ডেমরা, ঢাকা